দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

ঢাকা মঙ্গলবার, ২৩ আষাঢ় ১৪১৬, ৭ জুলাই ২০০৯

উৎপাদনশীলতায় বেসরকারী খাতের গুরুত্ব

ড. এম. আজিজুর রহমান

একটি সমাজ ও জাতির উন্নয়ন প্রচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্যে হল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বৃদ্ধি ও উৎকৃষ্ট ব্যবহার। জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। দেশ ও দশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হল দেশের অভ্যন্তরে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ, উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেশজ মোট উৎপাদন (GDP), অর্থনৈতিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে নিয়োগ সুবিধা বাড়ানো এবং বাজারমূল্যের স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন।

আজ অবধি যে সমস্ত দেশ উন্নতির উন্নত শিখরে পৌছতে পেরেছে তারা উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতির অদৃশ্য শক্তির ব্যবহার করে এ সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। বাজার অর্থনীতির অদৃশ্য শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য করে একটি দেশ যত ওপরে উঠতে পারে তা নিয়ন্ত্রিত বাজার বা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির মাধ্যমে সম্ভব নয়। উন্মুক্ত বাজারেরর market signal থেকে আমরা বুঝতে পারি, বাজারে আমার উৎপাদিত দ্রব্যাদির Share কত হবে, কি মূল্যে আমি বিক্রি করতে পারব, সরবরাহ মূল্য ও বিক্রয় মূল্য অনুযায়ী কি পরিমাণ লাভ করতে পারব, তা সঠিকভাবে নিরূপণ করে আমি সিদ্ধান্ত নিব আমার Product এর উৎপাদন কত হবে, কিভাবে উৎপাদন করব, কত বিনিয়োগ করব, আমার উৎপাদন খরচ কত হবে ইত্যাদি। এভাবে market signal অনুসরণ করে লাভ-লোকসান হিসাব করে একটি দেশের সর্বোচ্চ সামগ্রিক উৎপাদন ও সরবরাহ কত হবে তা নির্ধারিত হয়। নিয়ন্ত্রণিত বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে বা সরকারী খাতে কোন ব্যবসা বাণিজ্যে সর্বোচ্চ উৎপাদন ও সরবরাহ সম্ভব হয় না। কারণ market signal অনুযায়ী লাভ-লোকসানের হিসাবের কোন অবকাশ নেই। সরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে মালিক হল দেশের সবাই বা সব ধরনের নাগরিক। এসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিকরা ম্যানেজারকে চেনে না বা মালিক হিসেবে তার কাজের monitoring ও evaluation করতে পারে না। মালিক হিসেবে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রণোদনা পেয়ে উৎপাদন ও সরবরাহ ত্বরান্বিত করার কোন পরিবেশ থাকে না। বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ দুটোই সীমিত সংখ্যক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে থাকে। এখানে লোকসান বা ধস নামার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ থাকে দু'ধরনের ব্যক্তির হাতে। আগেই বলা হয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারী মালিকানা হিসেবে দেশের সবাই মালিক এবং প্রকৃত অর্থে কোন মালিকই নেই। এসব প্রতিষ্ঠানে বাস্তবে দায়বদ্ধতা বলতে যা বোঝায় তা হল Process এর দায়বদ্ধতা, নিয়মকানুন মানা হল কিনা, কাগজপত্র, দলিলাদি বা file ঠিক আছে কিনা ইত্যাদি। সরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিল ও সংশ্লিষ্ট ফলাফলমুখী হয় না। ফলে দুনিয়ার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির দেশগুলো উন্নতির উচ্চশিখরে পৌছতে পারে না। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগবে, সৃষ্টিকর্তার এ দুনিয়ায় ব্যক্তি মালিকানা ভাল কথা নয়। তা ঠিক নয়। Ownership does not matter in our effort to protect the greater interest of the human being and to achieve the objective of economic development, employment creation and price stability। বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রব্যসামগ্রী ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদির সর্বোচ্চ উৎপাদন ও সরবরাহ করতে সফল হয়। বেসরকারী খাতে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রণোদনা প্রদানসহ বেশি বেতন-ভাতা দেয়ার মাধ্যমে শ্রমিকদের মনোযোগী, উৎপাদনশীল এবং পরিশ্রমী হতে সহায়তা করে। কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের সুষম বন্টনের মাধ্যমে বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সফল প্রচেষ্টা দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখে। সামগ্রিকভাবে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি, বেসরকারী খাত ও বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বদৌলতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো উন্নয়নের সফলতা অর্জন করতে পারে। অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান ও দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয়। মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে বাজারমূল্যে স্থিতিস্থাপকতা আসে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠিত হয়।

বাংলাদেশে বেসরকারীকরণ সংশ্লিষ্টতায় New York University-র একটি গবেষণা তত্ত্বমতে সরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় GDP-তে মাত্র ৬ ভাগ অবদান রাখে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর স্থায়ী সম্পদ (Fixed asset) জাতীয়ভাবে দেশের Gross fixed capital formation-এর প্রায় ২৫ ভাগ। রাষ্ট্রীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় তিনশ'। এগুলোর শতকরা ৮০ ভাগ হল Utility বা অবকাঠামোগত উন্নয়ন। যেমন- Electricity, Gas, Water, Railway and Airlines, Telecommunications, Bank and Civil aviation etc.।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস, অবারিত নদ-নদী ও পানি সরবরাহের উৎস, শ্রমমুখী শিল্প কারখানার প্রয়োজনে দক্ষ, অর্ধদক্ষ এবং পরিশ্রমী শ্রমিক সুবিধা, পোশাক ও হিমায়িত মৎস্য, কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদিসহ বেশিকিছু রফতানী খাতের সম্প্রসারণ বিদ্যামান। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে দরকার প্রকৃত ও উন্মুক্ত বাজার ও অর্থনীতির অদৃশ্য শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধাকে সর্বোচ্চ কাজে লাগানো। এসব সফলতা অর্জনে বেসরকারী খাতের ভূমিকা অপরিসমীম। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িক ও প্রতিষ্ঠানগুলো সাময়িকভাবে একটু লাভের মুখ দেখলেও দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে এগুলোতে লোকসান গুণতে হয়। এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজন হয় ভর্তুকি ও রাজস্ব বাজেটের ব্যাপক সমর্থন। এভাবে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মতো নয়। একটি নিরাপত্তাহীন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে সাধারণত চারটি জাতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকসহ সীমিত কয়েকটি অর্থনৈতিক সংস্থা। অদক্ষতার দরুন সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা কম এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কোন সময়ে উচ্চ আসনে আসীন হতে পারে না এবং পারার কোন সম্ভাবনা আছে– এটাও আমরা আশা করি না।

উন্মুক্ত বাজার ও উন্মুক্ত অর্থনীতি নামক একটি অদৃশ্য বাজার শক্তি প্রয়োগের অভাবে বেশী লাভ বা কম খরচে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হয়। এখানকার অর্থায়নের ঝুঁকি জাতীয়ভাবে শুধু সরকার বহন করে। পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় জড়িত ব্যক্তিবর্গকে বাস্তবে ঝুঁকি বহন করতে হয় না। সাধারণত এসব প্রতিষ্ঠানের fixed cost অনেক বেশি হয়ে থাকে। কারণ এগুলোর নিয়োগ-নীতি সুষ্ঠু নয়। রাজনৈতিক কারণে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করা হয়, যাদের কোন কোন সময় বাজারমূল্য ও উৎপাদনশীলতার তুলনায় বেশি বেতন-ভাতা দেয়া হয়। উৎপাদন খরচ বাজারমূল্যে নির্ধারিত না হয়ে প্রশাসনিক পদ্ধতিগতভাবে হয়ে থাকে। প্রতিযোগী পরিবেশের অভাব, রাজস্ব বাজেটের বাড়তি সমর্থন, সাশ্রয়ী মূল্যে জাতীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি। সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্যের ভেতরে সীমিত থাকে না। যার ফলে লাভজনক না হয়ে লোকসান গুণতে হয়। বর্তুয়া প্রশাসনের অধীনে এসব প্রতিষ্ঠানকে সময় সময় মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশাসনিক দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে ব্যবসায়ের আসল উদ্দেশ্যের কথা ভুলে যায়। তারা পারে না লাভ করতে, পারে না বাজারে বড় ধরণের অংশগ্রহণ করে product-এর বিক্রি বাড়াতে। সংক্ষেপে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীনে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দেশনার অভাব, ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতার অভাব, দুর্বল ব্যবস্থাপনা, অতিরিক্ত নিয়োগ, বেতন বাড়াতে না পারলে সং..., অনিয়মিত সুযোগ-সুবিধা, দুর্নীতি, মূলধনের স্বল্পতা, আবার দুর্নীতির মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার কমতি, বাজারমূল্য থেকে কম উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয় বিভিন্ন কারণে লাভের পরিবর্তে লোকসান গোণে। অতএব উন্মুক্ত বাজারের, উন্মুক্ত অর্থনীতির অদৃশ্য শক্তি ব্যবহার করে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌছানোর প্রেক্ষিতে বেসরকারী খাত, বেসরকারীকরণ এবং বেসরকারী খাতের ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধি অর্জনের গুরুত্ব তুলনাহীন।

লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর, [illegible] ইউনিভার্সিটি